এ যুদ্ধের কোন গন্ডী নেই

অরুণাভ সেনগুপ্ত

ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা মৃতদেহ আর ফেলে যাওয়া সমর যন্ত্রের ভাঙাচোরা টুকরোর মধ্য থেকে উঁকি মারছে কটা গ্যাস মুখোশ , টিভির পর্দায় বুচা নগরের এই দৃশ্য দেখে অনেকেরই হয়তো মনে পড়বে ফ্ল্যান্ডারসের ট্রেঞ্চে সবুজ বিষ বাষ্পে শ্বাস আটকে ছটফটিয়ে সহ সৈনিকদের মরতে দেখে তরুণ উইলফ্রেড ওয়েনের কবিতা - তোমরা যারা যুদ্ধের জয়গান গাও তারা ছোট বাচ্চাদের এই মিথ্যা কথাটা আর বল না যে দেশের জন্য যুদ্ধে মৃত্যু খুব মধুর আর যথার্থ। যুদ্ধ বাস্তবিক একটা বীভৎস ব্যাপার যদিচ গোষ্ঠী বিভক্ত মানব সমাজে যুদ্ধকে অনিবার্য জীবন সত্য বলে মেনে নিয়ে চেষ্টা হয়েছে যুদ্ধকে একটা সভ্য আইনি লাগাম পরান রূপ দেওয়ার। সাধারণ ভাবে স্বাভাবিক ন্যায়ের পথ ধরে বালির উপরে গণ্ডী টানা হয়েছে, এই পর্যন্ত আর নয়। বারবারই যে সে গণ্ডী অবলীলায় মোছা হয়েছে তার উদাহরণ ঐতিহাসিক ভাবে তো বটেই এমনকি পুরাণে মহাকাব্যেও বিস্তর। লুটপাটের জন্য বিজয়ী সেনানায়কদের কিছু সময়ের জন্য বাহিনীর উপর থেকে অনুশাসন প্রত্যাহার করে নেওয়া তো প্রচলিত প্রথার মধ্যেই ছিল। আমেরিকান গৃহযুদ্ধের পরপরই নানা বহুজাতিক সম্মেলনে স্বাভাবিক ন্যায় আর মৌলিক মানবাধিকারকে ভিত্তি করে এই সব নিয়মাবলীর আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, বারে বারেই কিন্তু নিয়ম না মানাটাই দস্তুর ছিল। বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়ার বিস্তীর্ণ উপনিবেশগুলিতে এই সব আইন মানার কোন বালাই ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার আর বিপুল মৃত্যুর পর হাজার বৈঠক আর দু বার জাতিসংঘের মতো খবরদারী সংস্থার গঠনের পরও পর পর ঘটেই চলেছে হিরোশিমা, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া , ভিয়েতনাম, প্যালেস্টাইন, বাংলাদেশ , কসোভো , চেচনিয়া, আফগানিস্তান, কঙ্গো , সিরিয়া, ইথিওপিয়া। অস্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমশ বিলুপ্ত হয়েছে ন্যায় যুদ্ধের ধারণা, মহাকাব্যিক রীতিনীতি। , অবধ্য কেউ নেই, অনুচিত কোন আক্রমণ নেই। কার্যক্ষেত্রে বাতিল হয়ে গেছে ক্ষাত্র ধর্ম বা মানবিক পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের অনুজ্ঞা।

রাসায়নিক যুদ্ধের আবিষ্কারক জার্মান বৈজ্ঞানিক ফ্রিৎয হাবার বলেছিলেন শান্তির সময় আমি একজন মানব সেবায় নিযুক্ত বৈজ্ঞানিক, যুদ্ধের সময় একজন দেশভক্ত সৈনিক। আর আয়ুধ নিয়ে বিচার করে লাভ কি আছে,রাসায়নিক অস্ত্রের থেকে ক্ষেপণাস্ত্রের হানায় গোটা গোটা মহল্লাকে শতধা বিদীর্ণ করে জ্যান্ত গোর দেওয়া বেশী মানবিক কে বলল। কোন গূঢ় কারণে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধে গণ্ডীটা ওই রাসায়নিক বা জৈব যুদ্ধ নিয়ে টানা হয়েছে । গণ্ডীটা মূলত প্রতীকধর্মী, মনস্তাত্ত্বিক এবং নৈতিক । আসলে ব্যাপারটা যতোটা ভীতিপ্রদ, যতটা জোগাড় আর সাধন লাগে, সামরিক ভাবে ততটা কাজ দেয় না। নজরদারি এড়িয়ে টালার ট্যাঙ্কের এক কোটী গ্যালন জলে যথেষ্ট কার্যকরী মাত্রায় বিষ মেশানর মতই দুঃসাধ্য এবং অর্থহীন পরিকল্পনা বায়ুবাহিত বিষবাষ্প ছড়িয়ে বড় মাপের অঞ্চল অধিকার করা।

জৈব বা জীবাণু যুদ্ধের ব্যাপারটা অনেক বেশী গোলমেলে আর গতিশীল। কাফার দুর্গে প্লেগ বা রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে বসন্ত ছড়িয়ে যুদ্ধ জেতার ইতিহাস জীবাণু-সংক্রমণ তত্ত্ব আবিষ্কারের আগের ঘটনা। তদুপরি আণবিক বা রাসায়নিক অস্ত্র মজুতের খবর ও হিসাব রাখা সম্ভব, জৈব অস্ত্রের নয়। দশ জায়গায় লুকান ছোট ছোট গবেষণাগারে জৈব অস্ত্রের গবেষণা ও নির্মাণ চালিয়ে জাওয়া সম্ভব। নিজে নিজেই শিখতে পারে এমন কৃত্রিম বুদ্ধি যুক্ত গণক যন্ত্র আর নতুন প্রযুক্তির বলে পুরনো অনুজীবীদের নতুন করে ক্ষমতায়ন বা তাদের জীন গত কাঠামো পরিবর্তন করে নতুন মারাত্মক অনুজীবী তৈরি করা এখন জীববিজ্ঞানীদের ক্ষমতার মধ্যেই। মহামারী রুখবার ব্যাপক গবেষণালব্ধ জ্ঞানের অপব্যবহার বা ' দ্বৈত ব্যবহার'ও একটা জোরাল সম্ভাবনা। একই মন্থনে উঠে আসতে পারে অমৃত বা হলাহল। ফ্রিৎয হাবারের গবেষণা একই সাথে দিয়েছে চাষিদের হাতে নিরন্নের প্রাণ বাঁচানো সস্তায় নাইট্রোজেন সার আর সৈন্যদলের হাতে প্রাণঘাতী রাসায়নিক অস্ত্র। দূর নিয়ন্ত্রিত নির্ভুল লক্ষ্যভেদী বিভিন্ন গোত্রের আকাশ যান এমনকি জীবাণু বাহী পতঙ্গ ব্যবহার করে এ সব অস্ত্রের বিতরণও এখন অনেক সহজ। তবু পাশের বাড়িতে সংক্রামণ ঘটান বিপজ্জনক , নিজের বাড়িও বাদ পরবে না। আপাতত দায়িত্বজ্ঞানহীন

জঙ্গীগোষ্ঠী ছাড়া দুই পাশাপাশি রাষ্ট্রের বিবাদে এর প্রয়োগের সম্ভাবন কম। বেশী বিপদ আসবে ক্রমাগত যোগ হয়ে চলা অংকে রূপান্তরিত হওয়া নিযুত মানুষের জেনেটিক জৈবিক তথ্যের ভাণ্ডার থেকে। সে সব তথ্য ব্যবহার করে কালকের হিটলারের পক্ষে সম্ভব হবে কেবল মাত্র ইহুদি জন জাতিকে আঘাত করবে এমন জৈব অস্ত্রের নির্মাণ। আসল বিপদটা এখন এ সব জৈব তথ্যকে কাজে লাগিয়ে সাইবার যুদ্ধ। কয়েক হাজার কৃত্রিম উপগ্রহের মালিক ব্যবসাদার এলন মাস্কের রাষ্ট্রনায়ক পুতিনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করার মধ্যে একটা সাংকেতিক তাৎপর্য আছে। অস্ত্রধারী সৈন্য না থাকলেও আধুনিক পূর্ণ সমরের প্রধান উপাদান সাইবার যুদ্ধের আয়োজন মাস্কের কম নেই। অপর পক্ষে রাশিয়ান হ্যাকার বাহিনীকে বলা হয় বিশ্ব ত্রাস। রুশ সামরিক বাহিনীর চাইতেও তারা সংখ্যায় আর সামর্থ্যে বেশী শক্তিশালী। জমি দখলের স্থল যুদ্ধের আড়ালে আসল যুদ্ধ, মানব জাতিকে নিয়ন্ত্রণের লড়াই, সে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। সহজে মিটবে না। এ যুদ্ধের কোন গন্ডী নেই। "প্রবল প্রতাপশালীর ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মভরিতা যে নিরাপদ নয় তারি প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত " - রবীন্দ্রনাথ , আইনস্টাইন, রাসেল, সবারি আশংকা ছিল মুষ্টিমেয়র হাতে অপরিমিত ক্ষমতা আর অভূতপূর্ব প্রযুক্তির সমাহারই একদিন মানব সভ্যতাকে সংকটে ফেলবে। তাই হয়েছে।

যার কবিতা - যাবার আগে এই কথাটা বলে যেন যাই, যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নেই - পকেট বুকে নিয়ে উইলফ্রেড ওয়েন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মারা যান, কি আশ্চর্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষুব্ধ সেই রবীন্দ্রনাথই লিখেছিলেন, " আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি – পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের ভগ্নস্তূপ ।" আজকের যুদ্ধে , পণ যেখানে সমগ্র মানব সত্তা, তার আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার, কি ভাবতেন রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইনরা সম্ভাব্য বিশ্বব্যবস্থার রূপ নিয়ে ?